R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MsD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার (সুপার পেট্রল) পেট্রল, টারবোজেট (সুপার ডিজেল) ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H. P. Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে কার্তিক, বুধবার, ১৪১৪ সাল।
৭ই নভেম্বর ২০০৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

দুর্গা পুজোর পর বিদ্যুৎ পরিষেবার থেকে লোডসেডিং-ই চলছে বেশী

নিজস্ব সংবাদদাতা : তামিলনাড়ু থেকে নিয়মিত ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিয়ে দুর্গা পুজোর কয়েকদিন ধারাবাহিক পরিষেবার পর লক্ষ্মী পুজোর রাত থেকে আবার টানা লোডসেডিং শুরু হয়েছে। এর আগে একটা সময় করে সকাল দুপুর-রাতে এক-দেড় ঘন্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকতো। এখন এক ঘন্টা লোডসেডিং থাকার পর বিদ্যুৎ চালু হলেও দশ-পনর মিনিট, কখনও আধ ঘন্টার মধ্যে আবার লোডসেডিং শুরু হয়ে যাচ্ছে। অথচ উমরপুরের 'মালদা মেটাল', ফরাক্কার 'বেঙ্গল অম্বুজা' সাগরদীঘি পি, ডি, সি, এল বা ধুলিয়ান চাঁদপুর সাব ষ্টেশন থেকে পাকুড় লাইনের বিদ্যুৎ পরিষেবা কখনই বন্ধ থাকে না বলে খবর। এলোপাথারি লোডসেডিং-এর ফলে রাতে পথ চলায় প্রতিনিয়ত মানুষকে বিপদের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার বর্তমান আই, সির কর্ম তৎপরতায় রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে রিক্সা-ভ্যান-ঘোড়াগাড়ী বা সাইকেলে আলো রাখার নিয়ম (শেষ পৃষ্ঠায়)

অঙ্গনওয়াড়ী ও সহায়িকা কর্মী নিয়োগে দুর্নীতি রুখতে হাইকোর্টের আশ্রয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগে সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পে এবং ধুলিয়ান পুরসভায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা বা প্রার্থী নির্বাচন কোনটাই নিয়মমাফিক হয়নি। সামসেরগঞ্জ ব্লক ছাত্র পরিষদের সভাপতি ইসলাম খাঁনের অভিযোগ—প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে অথচ সেখানে পরীক্ষক উপস্থিত নেই। পার্টির নেতারা নিজেদের ইচ্ছে মতো প্রার্থীদের নম্বর দিয়ে দেন। ধুলিয়ান পুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাদ্দামের ফাঁসির অভিনয় করায় গাছে বেঁধে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত বিজয়া দশমীর দিন দীর্ঘদিনের প্রথা অনুযায়ী সাগরদীঘি থানার বেলুড়িয়া গ্রামে 'যেমন খুশি তেমনি সাজো' প্রতিযোগিতায় জনৈক জয়দেব দাস সাদ্দামের ফাঁসির অভিনয় করে দেখান। পরদিন তিনি জনসী বাসষ্ট্যান্ডে গুঁড়ো চা বিক্রি করতে গেলে ফুলশহরী গ্রামের কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (শেষ পৃষ্ঠায়)

পর পর দু'দিন বাংলা বন্‌ধ

অসিত রায় : নন্দীগ্রামে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গত ৩০ অক্টোবর এস, ইউ, সি, আই-এর ডাকা বাংলাকে ১২ ঘন্টা অচল রাখা কর্মসূচীর সাথে সি, পি, এম সমেত বামপন্থী সংগঠনগুলির কর্মচারী এবং শিক্ষা সংগঠনের ধর্মঘটে রাজ্যের সাথে রঘুনাথগঞ্জের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। যদিও কিছু কিছু দোকানপাট খোলা ছিল। কো-অর্ডিনেশন কমিটি সমর্থিত মহকুমা শাসকের অফিস, পোষ্টাফিস, ফুড-সাপ্লাই প্রভৃতি অন্য ইস্যুতে আজকের ধর্মঘটে সামিল হওয়ার ফলে এস, ইউ, সি, আই আজকের বন্‌ধকে সফল বলে দাবী করেছে। সমর্থকদের পিকেটিং-এর ফলে বিদ্যালয়-গুলো বন্ধ হয়ে গেলেও ইউ. বি. আই বা এস. বি. আই-এ স্বাভাবিকভাবে অন্য দিনের মত কাজ হয়। এস. বি. আই-এ পিকেটিং-এর সময় এস. ইউ. সি. আই পাঁচজন সমর্থককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রঘুনাথগঞ্জের বাস ইউনিয়ন মূলতঃ ইস. ইউ. সি. আই-এর নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় বাস টার্মিনাস থেকে কোন বাস ছাড়েনি। পরের দিন ৩১ অক্টোবর তৃণমূলের ডাকা বারো ঘন্টার বন্‌ধে জঙ্গিপুরের জনজীবনে তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। শহরের সমস্ত দোকানপাট ঐ দিন খোলা ছিল। (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৪ সাল।

আত্মঘাতী হাতিয়ার—বন্‌ধ

রাজনৈতিক নেতাদের মতবিরোধ ঘটিলেই মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে বন্‌ধ বা হরতাল ডাকিয়া জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলার রীতি পদ্ধতি বন্ধ্যা রাজনীতির পরিচায়ক। রাজনীতির এই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সাধারণ মানুষ নাকানি-চোবানি খাইয়া থাকে। জীবন ও জীবিকা বেহাল হইয়া পড়ে। রাজনৈতিক নেতাদের আপন আপন মতাদর্শকে একরকম জোর করিয়া জনসাধারণের কাঁধে চাপাইয়া দিয়া পক্ষ বা বিপক্ষের কেহ সন্তোষ কেহ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন তখন কারণে অকারণে তাহাদের বন্ধ্যা পদ্ধতির এই বিপজ্জনক কলাকৌশল রাজ্যের মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাকে ব্যাহত এবং বিড়ম্বিত করিয়া তোলে। এই জাতীয় বন্‌ধ বা হরতাল শুধু কর্মনাশাই নহে, সর্বনাশাও বটে।

অবশ্য এই রাজ্যে বন্‌ধ সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনেক দিনের পুরানো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে তাহার ধার ভোঁতা হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। গত সপ্তাহে পর পর দুই-দিন দুই রাজনৈতিক দলের ডাকা ১২ ঘন্টার বন্‌ধ হইয়া গেল। এই জাতীয় বন্‌ধে জনজীবনে যে অপরিমেয় দুর্গতি ও দুর্ভোগ ঘটিতে পারে তাহা রাজনীতির নেতৃত্ব একবারও ভাবিয়া দেখেন না। অথচ কথায় কথায় তাহারা সব সময় বলিয়া থাকেন তাহারা আম জনতার বৃহত্তর স্বার্থেই ঐ সংস্কৃতি ঘষামাজা করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া বন্‌ধের মত হাতিয়ার ব্যবহার করিয়া জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলা ঠিক নহে। অবশ্য এই জাতীয় হাতিয়ারের ব্যবহার বিরোধী রাজনীতির একটা অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও মতাদর্শগত বিরোধ, বিরোধীতা হয় তবে তাই বলিয়া হঠকারী বন্‌ধ ডাকিয়া বসেনা বলিয়া শোনা যায়। বন্‌ধ ডাকিয়া কি জনসমর্থন আদায় করা যায়? ইহা এক প্রকার রাজনৈতিক তামাসা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। বন্‌ধকে যদি সব সময় প্রতিবাদের ভাষা বা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে তাহার গুরুত্ব হ্রাস পাইতে বাধ্য। ইহা দলের পক্ষেও আত্মঘাতী তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বন্‌ধ সংস্কৃতি আপাততঃ বন্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়। রাজ্যের মানুষ তাহা চাহে না। আম জনতাকে লইয়া যাহাদের কারবার সেই আম জনতার হয়রানি, নাকানি-চোবানি মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, অভিপ্রেতও নয়।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবাসুরের যুদ্ধ হলো বিজিত আর বিজেতার ইতিহাসের ক্রমবিকাশ। দেব আর অসুর—এটা হলো প্রবৃত্তি। সু আর কু। পেশীশক্তি বনাম ধীশক্তি। পেশী-শক্তি যতই বলশালী হোক না কেন, তা তাৎক্ষণিক। স্ত্রীশক্তি বা মাতৃকাশক্তি হলো সহনশীলতার উচ্চ কম্পাঙ্কের একটা দিক। যা সৃজনশীলতায় 'মা'। মাতৃকাশক্তি হলো সুশৃঙ্খল পরিচালন শক্তি। সৃষ্টির আদিপর্বেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। মা চন্ডীর উদ্ভব এই আদি পরমা প্রকৃতি শক্তি রূপে। প্রকৃতির একরূপতার মূল উপাদান হলো 'সুশৃঙ্খলতা।' যেখানেই তমসা বা কু-প্রবৃত্তি অথবা বিশৃঙ্খলা সেখানেই জ্যোতির্ময়ীর জ্ঞানরূপ খড়্গে তা বিনাশ করার কথা উল্লেখ আছে। সামাজিক তাৎপর্য্যের প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে সীতা উদ্ধারে অসুরদের পরাভুতের জন্য রামচন্দ্র এই ভয়ঙ্কর চন্ডীরূপের আরাধনা করেছিলেন। দুর্গতিনাশিনী রামচন্দ্রের দুর্গতি নাশের জন্য রাবণ বধে রামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। রাবণনাশের পর জ্ঞানের দীপ জ্বালার উৎসব হয়। এই উৎসবই হলো 'দীপাবলী'। তমসো মা জ্যোতির্গময়—অন্ধকার তথা অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানমার্গের সোপানে উত্তরণের সাধনাই হলো কালীপুজো। কারণ তিনি কলুষনাশিনী ও করাল ভয়নাশিনী। মার্কন্ডপুরাণে বলা হয়েছে যিনি অত্যাচারীর ওপর অত্যাচার করেন তিনি দেবী কালিকা। সমস্ত তমসার নিষ্পত্তি করে জ্ঞানময় উজ্জ্বল জীবন লাভের সাধনাই হলো কালীপুজো। বার বার মাকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে নিজের ভিতরের তমসাচ্ছন্ন 'কু' প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সাধনার ধ্রুবক হলেন মা 'কালী'। বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের দিনে এই শাশ্বত জ্যোতির্ময়ীর আরাধনা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে তাসা, ব্যান্ড, ঢাক, মদ, জামাকাপড় এই ভোগবাদ বাণিজ্যকরণের মধ্য দিয়ে নয়। উপলব্ধির উন্নততর সোপানবেদীর তপস্যার মধ্য দিয়ে। বাইরের সোলার সাজে নয়, মায়ের অন্তঃস্থলের যোগে, যোগ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে। প্রতীক স্বরূপ ঘরে ঘরে দীপ জ্বালা হয়। নগর, শহর, বন্দর সর্বত্রই মোমের আলোয় আলোকিত করা হয়। কিন্তু সেই আদিপর্ব থেকে অন্ধ পশু শক্তির (মোহ, মাৎসর্য, লালসা, কামনা) নাশের জন্য অন্তর আলো জ্বালানোর সর্বজন প্রয়াসের শিক্ষা ও স্বকীয়তা জীবনবোধের পাঠক্রমে আজও অনুপস্থিত।

তোদের কাজ কি শ্যামের কথা কহিয়ে?

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

শ্রীমতী রাধা প্রেম করিয়াছিলেন শ্যামের সহিতে। রাধাশ্যামের এই মিলন ব্যাপার লইয়া ব্রজের নানা লোকে নানা কথা বলিতে ছাড়িত না। শ্রীমতী এই সব নিন্দনীয় কলঙ্কের কথা শুনিয়া মনে মনে বলিতেন—"বঁধুহে তুঁহার লাগিয়া কলাঙ্কনী নাম লভিনু ব্রজের মাঝে!" তবুও কুল-মান-লোকলাজ সব জলাঞ্জলি দিয়া শ্যামপ্রেমে মশগুল হইয়াছিলেন।

এই ব্রজলীলার ব্যাপারটা ভারতের পাকীস্থানী প্রেমের সঙ্গে কতকটা মিলে যায়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু পাকীস্থানী প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানের সহিত যে দিল্লী চুক্তি করিয়াছিলেন—তাহা লইয়া কতজনে কত কথা বলিল, বিভিন্ন সংবাদপত্রেও নানা বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হইল। সরকারী করুণাকণাকাঙ্ক্ষীরা এই প্রেমের সারমর্ম বুঝিয়া প্রধান মন্ত্রীর তুষ্টি বিধানের জন্য—এই চুক্তিতে কেবল নানা সুফল দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলালজী তাঁহার বন্ধু খাঁ সাহেবের কাছে পত্র লিখিয়া জানাইলেন—এস বঁধু আমরা দুইজনে যুদ্ধ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। পাকিস্থানী সুচতুর প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত না জানিলেও "শতং বদ মা লিখ" এই নীতিবাক্যের মর্ম দেশ জানেন। তিনি কোন মতেই সরলভাবে "আচ্ছা বঁধু আমারও ঐ কথা" ইহা লিখিলেন না। জনাব লিয়াকত আলি খাঁ লিখিলেন জুনাগড়, কাশ্মীর, পাঞ্জাবের খালের জলের কথা, পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলির অপপ্রচারের কথা, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতার কুকথা প্রভৃতি অনেক কিছুই। জহরলালজী বঁধুর পত্রে বুঝিয়াছেন,—বঁধু অনেক কিছুই চান। ভারতের সহিত (৩য় পৃষ্ঠায়)

কালীপুজো—সার্ব্বজনীন মিলনোৎসব

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পুজো দুটি। একটি শরৎকালে, একটি শরৎ শেষে হেমন্তে। একটি দুর্গা, অপরটি কালী। ব্যয়ের অঙ্কে একটি ধনী, অর্থশালী, রাজরাজারার পক্ষেই সম্ভব। অন্যটি দীন দুঃখী, ভিখারী, চালচুলোহীন শ্মশানবাসীর পক্ষে সহজে করণীয়। দুইটি অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে শুভ শক্তির বিজয় অভিযানের প্রতীক। দুই দেবীর পোষাক আশাকের পার্থক্যেই প্রতীয়মান হয় ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য। দেবী দুর্গা সর্বালঙ্কার ভুষিতা। তাঁর ভোগরাগেও অর্থ কৌলীণ্য প্রকট। দেবী কালিকা উলঙ্গিনী, সাজসজ্জার পরিপাটি নাই। রত্নালঙ্কারের পরিবর্তে বনকুসুমের মালায় সজ্জিতা তাঁর সর্ব অঙ্গ। শ্মশানের শবশির শবহস্ত তাঁর প্রিয় অলঙ্কার। প্রসাধনবিহীন তাঁর কেশ। তিনি এলোকেশী। বন্য উগ্রতা তাঁর চক্ষুতে, আননে, সর্ব অঙ্গে। তিনি বাহনবিহীনা। তাঁর চতুর্দিকে দেবমন্ডলী নাই, আছেন অতি সাধারণ নীচ শ্রেণীর ডাকিনী, পিশাচিনীরা। শ্মশানবাসী শিবাকুল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ভক্তকুলের অতি সাধারণ ফলমূলে, পানীয়েই তিনি তৃপ্তা। তাঁর আরাধনায় ব্যয়ের অঙ্ক অতি সাধারণ। তিনি সত্যিই মা। দীন-দরিদ্র, গৃহহীন, সমাজহীন হৃতসর্বস্বেরও তিনি জননী। তিনি একাধারে পরমস্নেহময়ী জননী, আবার উগ্র-শক্তিময়ী অসুরনাশিনী। সন্তানের মঙ্গলার্থে মা মহাকালী অশুভ অসুর শক্তিকে দমন করেন উগ্রচন্ডা মূর্তিতে। আবার বরাভয়দান করেন আপন সন্তানদের। বিলাস আলোকসজ্জার প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নাই। কর্মব্যস্ত সন্তানের সুবিধার্থে দিনে তিনি পুজো চান না। কর্মশেষে বিশ্রামের পর, রাত্রির নিস্তব্ধতারমধ্যে তাঁর পুজোর আয়োজন। সামান্য প্রদীপের আলোই তাঁর মহাপ্রিয়। প্রাচুর্যহীন আরাধনা, বিলাসবর্জিত আরাধনার এই যে বৈশিষ্ট্য এটাই সত্য সত্য সার্বজনীন আরাধনা। বাঙালীর ঘরে ঘরে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে, উচ্চ নীচ ভেদাভেদহীন, মহাশক্তির আরাধনা তাই এত প্রিয়। সেই মহানন্দের বহিঃপ্রকাশে ঘরে ঘরে হয় দীপাবলীর আলোকসজ্জা। এ এক প্রাণের পুজো, সত্যিকারের মায়ের পুজো। মহাকালী মা। তিনি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের এমন কি চন্ডালেরও মা। শুচিতা অশুচিতার বালাই নাই এই মাতৃ আরাধনায়। তাই মহাশ্মশানের বুকেও তাঁর পুজাবেদী। সর্ব শ্রেণীর সর্ব বর্ণের মানুষের একত্রিত অঞ্জলি গৃহীত হয় মাতৃ চরণে। কালীপুজোর মাধ্যমে তাই বাঙালী মনের জাতপাতের ভেদবিহীন, সার্বজনীন মহাভাবের রূপটি ধরা পড়ে। বাঙালীর এ এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ এক বর্ণ ভেদহীন সার্বজনীন মিলনোৎসব।

শ্যামের কথা কহিয়ে (২য় পৃষ্ঠার পর)

তাঁহার সদ্ভাব রাখার গরজ এই সব দাবি পূরণের আশা ছাড়া আর কিছু নয়। আগাগোড়া বন্ধুতোষণ ব্রত গ্রহণ করিয়াও পন্ডিতজী জবরদস্ত দোস্তের পত্রে একটু বিব্রত ভাব প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছেন। দোস্ত কাগজে কলমে কিছু না লিখিয়া জহরলালজীকে করাচী যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বন্ধুর জিয়াফৎ নিশ্চয় জহরলালজী গ্রহণ করিয়া আবার শ্রীমতীর মত বলিবেন—

"তোদের কাজ কি শ্যামের কথা কহিয়ে ?
আমি আপনি করেছি প্রেম আপনি মজিয়ে।"

(প্রকাশঃ ১৩৫৭)

তার বেলা ?

শীলভদ্র সান্যাল

একটু পড়া বন্ধ হলেই, খোকার 'পরে মুখ করো
তোমরা সবাই ধেড়ে খোকা, বন্ধ ডেকে সব সুখ করো !
তার বেলা ?
এক বেলা সে চাইলে ছুটি, হাজার কথা যোগ করো
তোমরা কাজে যোগ না দিয়ে, বাড়তি ছুটি ভোগ করো !
তার বেলা ? তার বেলা ?

এক জোটে সব আওয়াজ তোল, 'চলবেনা—চলবেনা।'
গাড়ির চাকা, ট্রেনের চাকা, ঘুরবে না, ঘুরবে না।
দোকানপাট আর বাজার হাট, খুলবে না—খুলবে না।
স্কুল-কলেজে পড়ুয়ারা, বইয়ের পাতা খুলবেনা।
কূট নীতির এই দেখিয়ে কেতা, তোমরা সবাই তুষ্ট হও !
বাড়ির হেঁসেল বন্ধ হলে, তোমরা কেন রুষ্ট হও !

খেলনা গাড়ি ভাঙলো বলে, খুকুর 'পরে রাগ করো !
তোমরা যে সব ভাঙার খেলায়, আসল গাড়ি তাগ করো !
তার বেলা ?

খোকার অবুঝ স্বপ্নগুলো, পুঁথির চাপে গুঁড়িয়ে দাও !
তোমরা যে সব আওয়াজ তোল, জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও !
তার বেলা ? তার বেলা ?

বামফ্রন্ট সরকারের গৌরবময়

৩০ বছর

শিক্ষার উৎকর্ষে পশ্চিমবঙ্গ আজ প্রথম সারিতে

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষার অঙ্গনে আনার পাশাপাশি শিক্ষার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বামফ্রন্ট সরকার। অব্যাহত রয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযান, মিড-ডে-মিল প্রকল্প। বেড়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মুক্ত বিদ্যালয় এবং সরকারী-বেসরকারী কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছরই ছাত্র অনুপাতে বাড়ছে শিক্ষক ও পার্শ্ব-শিক্ষকের সংখ্যা। শিক্ষা ও গবেষণার দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

স্মারক নং ৭৯৩ (১৮) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৩-১০-০৭

সবর্ণ / অসবর্ণ পাত্রী চাই

হোমিও ডাক্তার নরসুন্দর ৩৫ + ৫'৪", চেম্বার হোদরাপুর বাঁধে (সম্মতিনগর)। পাত্রী স্বয়ং সত্বর যোগাযোগ করতে পারেন। পাত্র ডাঃ নির্মল শর্মা, পিতা শশধর শর্মা, তাঁতিপাড়া, সাহেববাজার, পোঃ জঙ্গিপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ (৭৪২২১৩)

আর্বান কোঃ-অপঃ-র ১১-তম বার্ষিক সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর আরবান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের ১১-তম বার্ষিক সভা ১ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ভাগীরথী লজে শেষ হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আরবানের চেয়ারম্যান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। ঐ সংস্থার ম্যানেজার শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী এক সাক্ষাৎকারে জানান— এগার বছর আগে এখানে আরবান কোঃ অপঃ শুরু হয় এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকা মূলধন নিয়ে। আজ সোসাইটির কার্যকরী মূলধন ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ মতো। শেয়ার ক্যাপিটাল ২১ লক্ষ ৪০ হাজার। মোট জমা প্রফিট ৫২ লক্ষ ১ হাজার। মোট আয় ৬১ লক্ষ ২৪ হাজার। অডিট রিপোর্ট মতো এ বছর মোট আদায় ৫৭%। সভায় এক গুচ্ছ লোভনীয় স্কীমের কথা ঘোষণাকরেন মৃগাঙ্কবাবু। আরও জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর উভয় পারে আরবানের নিজস্ব জায়গা কেনা হয়েছে। বিল্ডিং তৈরীরও পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

লোডসেডিং-ই চলছে বেশী (১ম পৃষ্ঠার পর)

অনেক দিন উঠে গেছে। এদিকে ১৩২ কেভি সাব ষ্টেশনের এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ারের গা ঝাড়া 'কথা সবকিছু সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ থেকে কনট্রোল করা হয়। এতে আমাদের কোন ভুমিকা নেই। বক্রেশ্বরে একটা ইউনিট বসে গেছে, ধর্মঘটের কারণে কোলাঘাটে কয়লা যোগানে ঘাটতি দেখা দেয়ায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে শুনেছি। বিস্তারিত জানতে গেলে ডিভিশনাল অফিসের সঙ্গে বহরমপুরে কথা বলতে হবে।' আরও খবর তামিলনাড়ু থেকে নেয়া বিদ্যুৎ মার্চের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে অথচ বর্তমানে গড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি চলছে প্রতিদিন।

হাইকোর্টের আশ্রয় (১ম পৃষ্ঠার পর)

এলাকায় ২ জন সহায়িকা পদের পরীক্ষা হয়। সেখানে ক্ষমতাসীন দলেরই দু'জনকে মনোনীত করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের বয়স ১৮-র কম। তেমনি সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পে ১৮ জন প্রার্থী স্নাতক থাকা সত্বেও তাদের অবৈধভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এ ধরনের অনাচারের প্রতিবাদে প্রকৃত প্রার্থীরা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। তার প্রেক্ষিতে মহামান্য বিচারপতি অভিযুক্ত কর্মীদের নিজ নিজ হলপনামা দাখিল করার নির্দেশ দেন। খবরে প্রকাশ, জনৈক প্রাথমিক শিক্ষক স্বাধীন ঘোষ অভিযুক্ত ১৮ জনের হয়ে নাকি হলপনামা দাখিল করেছেন। এবং তাতে প্রত্যেক প্রার্থী মাধ্যমিক উত্তীর্ণ উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে তাদের যোগ্যতা স্নাতক উল্লেখ আছে।

এবারের শ্রেষ্ঠ দুর্গা প্রতিমা ও থিম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এবারে শহরের ২২টি দুর্গা প্রতিমা, মন্ডপ ও আলোকসজ্জা নিয়ে প্রথম নির্বাচিত হয় প্রতিমার জন্য বালিঘাটা বাজারপাড়া সার্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটি। ডায়মন্ড এ্যাথলেটিক ক্লাব পুজো কমিটি প্যান্ডেলে ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতার থিম আনায় দ্বিতীয় হয়। তৃতীয় নির্বাচিত হয় শহরের শেষ প্রান্তে প্রতাপপুর কলোনীর জাগ্রত সংঘের দুর্গা প্রতিমা। প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে গত ২৯ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ ইয়ুথ ক্লাব প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে নির্বাচিত কমিটিকে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রাণনাশের হুমকী (১ম পৃষ্ঠার পর)

যুবক গতকাল সাদ্দামের ফাঁসির অভিনয় দেখানোর জন্য জয়দেবকে একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে ও প্রাণে মারার হুমকীসহ অশ্লীল গালাগালি দেয়। খবরটি চারিদিকে চাউড় হতেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শেষে রাত ৮টা নাগাদ গ্রামের লোক ক্ষমা চেয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। পুলিশ খবর পেয়েও আসেনি। উল্লেখ্য, ফুলশহরীর লোকজন বেলুড়িয়া যাবার রাস্তা দু'ধার প্রায় বন্ধ করে দিয়ে রোজ চায়ের দোকানে আড্ডা মারে। এলাকার মেয়েদের ওর মাঝ দিয়েই নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়। মস্তানীর সীমা কোথায় পেঁছালে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা সামান্য অভিনয়কে ঘিরে এত নোংরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ্যে আসে এবং আইনকে পরোয়া না করে একজন নাগরিককে বেঁধে রাখার স্পর্ধা এরা কোথায় পায় বা এদের রাজনৈতিক পরিচয়ই বা কি এসব জানার জন্য কিছু সচেতন মানুষ মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসকের কাছে দরবার করেছেন। প্রতিকার না হলে মহকুমা শাসকের ভবনের সামনে বিক্ষোভের কর্মসূচী নেওয়া হবে বলে জানা যায়।

বাংলা বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে রঘুনাথগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ড থেকে কোন বাস না ছাড়ার জন্য নিত্যযাত্রী এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগও বাড়ে। অফিসের কাজকর্ম স্বাভাবিক থাকলেও অন্যান্য দিনের মতো ভিড় চোখে পড়েনি।

বাড়ী বিক্রয়

শ্রীকান্তবাটী মাদার ল্যান্ডের পাশের বড় বাড়ীটা বিক্রি আছে।

যোগাযোগ— ০৩৪৮৩-২৭৭২১১, মোঃ ৯৭৩৫২৩২৮৯৬

পাত্রী চাই

৪৮ ডিভোর্সী বাঙালী জার্মান মুসলিম যে কোন ধর্মের জাতের ৩৫ পর্যন্ত ভদ্র ও শিক্ষিতা পাত্রী চাই। M. B. B. S. বা নার্স U. S. A. কানাডা যে কোন দেশ যাওয়ার খুবই সুযোগ আছে। (ডিভোর্সী বা বাচ্চাসহ)।

যোগাযোগ— ০৩৪৮৩-২৭৭২১১, মোঃ ৯৭৩৫২৩২৮৯৬

দীপাবলী উৎসব অনুষ্ঠানে একটিই নাম—হলদিরাম

卐 ক ল্প ত রু 卐

বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ভুজিয়া সরবরাহকারক

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়, মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৯২৩২৫৩৫৯৯৬ (দোকান) মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৬১০৪৬২

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।